২০২৪ 'র জুলাই-আগস্টে

# ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান

ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে
বিআরটিসি 'র বিশেষ প্রকাশনা

# বৈষম্যহীন বিআরটিসি

(২০২১-২০২৪)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ● ছাত্র-জনতার সাথে বিআরটিসি | ০৫ |
| ● বৈষম্যহীন বিআরটিসি | ০৬-১৩ |
| ● বিআরটিসি'র বৈষম্য দূরীকরণের রূপকার মোঃ তাজুল ইসলাম | ১৪-১৫ |
| ● বৈষম্যহীন বিআরটিসি | ১৬-১৭ |
| ● বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে বিআরটিসির সহযোদ্ধা | ১৮ |
| ● নারীদের বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিআরটিসি | ১৯ |
| ● মেধাই হোক যোগ্যতার সঠিক মাপকাঠি | ২০ |
| ● ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান | ২১ |
| ● তারুণ্যের ৩৬ জুলাই | ২২ |
| ● নতুন প্রজন্মের বিআরটিসি | ২৩ |



**প্রচার ও প্রকাশনায়:**
**মোস্তাকিম ভূঞা**, জনসংযোগ কর্মকর্তা
**হিটলার বল**, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
**মিজানুর রহমান**, সহকারী ক্রয় কর্মকর্তা

**যোগাযোগ:**
ফোন নম্বর : +৮৮-০২-৪১০৫৩৯৬১
মোবাইল : ০১৯২৭-৪৮১১৮৫

**ই-মেইল:** pro@brtc.gov.bd
**ওয়েব সাইট:** www.brtc.gov.bd
**ফেইসবুক:** https://www.facebook.com/BRTC11

**বিআরটিসি ভবন**
২১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা- ১০০০

**প্রচ্ছদ:**
**মোঃ জাকির হোসেন তারেক**

**ডিজাইন ও মুদ্রণ:**
**ড্রিমটেক্স কর্পোরেশন**, ২০১ ফকিরাপুল, ঢাকা। ফোন ০১৬৭৪-১৩৬৬৭৪

**জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম**
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১),
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।

## বক্তব্য

আমি প্রথমে স্মরণ করছি তাঁদের-যারা বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেই সাথে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা আহতদের সুস্থতা কামনা করছি। ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বৈষম্যহীন ও নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহযোগী হিসেবে বিআরটিসির নতুন ও পুরাতন সহযোদ্ধারা সমন্বিতভাবে গত তিন বছরের অধিক সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈষম্যহীন বিআরটিসি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো আর্থিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। ২০২১ সালের পূর্বে বিআরটিসি বহরে নতুন গাড়ি সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ৬ কোটি টাকা বেতন নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে পুরাতন গাড়ি দিয়ে নিজস্ব আয় থেকে প্রায় ১২.৫ কোটি টাকা বেতন প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও পূর্বের ১০১ কোটি টাকা বকেয়ার প্রায় ৯৩ কোটি টাকা নিজস্ব অর্থায়ন থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ হতে অবসরপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত পাওনা টাকা অসমভাবে পরিশোধ করা হত। বর্তমানে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে নিজস্ব আয় হতে অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়নের অর্থ তাদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পে-ফিক্সেশন, টাইমস্কেল, উচ্চতর স্কেল ও চাকুরী স্থায়ীকরণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২০২১ সাল থেকে নিয়োগ কার্যক্রমে বৈষম্য ও অনিয়ম দূর করে, নিয়োগের প্রচারণা ও আবেদনের বিষয়গুলো সহজীকরণ করার ফলে আবেদনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিয়োগ পরীক্ষায় তীব্র প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী তরুণরা নিয়োগ পাওয়ায় কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সমন্বিত গ্রেডেশনের মাধ্যমে দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা আনয়ন এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈষম্যহীনভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

বিআরটিসিতে বর্তমানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২১ সালের পূর্বে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। নারী প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ হতে বঞ্চিত ছিলো। পূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে নারী প্রশিক্ষক না থাকায় মেয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা নানা অসুবিধায় পড়তো। ২০২১ সালের পর নারী প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে মেয়েদের অসুবিধা লাঘব করা হয়েছে। ২০২১ সালের পর প্রথমবারের মত বিআরটিসির নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে একজন নারী কর্মকর্তাকে জিএম পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। ডিপোতে নারীদের উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পৃথক নামাজের ঘর, বিশ্রাম কক্ষ, ডে-কেয়ার সেন্টার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে বাস বরাদ্দ, রুট যাচাই-বাছাই, ভাড়ার হার নির্ধারণসহ সকল প্রকার অপারেশনাল কার্যক্রমে বৈষম্য দূর করে

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। লাভজনক রুটে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাস পরিচালনাসহ নিয়মিত রেশনালাইজেশন করে বাস বণ্টন করা হচ্ছে। বর্তমানে কোনো রকম রাজনৈতিক প্রভাব না থাকায় নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বাস পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাস বণ্টন ও বরাদ্দের বৈষম্য দূর করে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক করা সম্ভব হয়েছে।

২০২১ সালের পূর্বে কারিগর ও চালকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিলো না। বর্তমানে কারিগর ও চালকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাজীপুরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও তেজগাঁও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে মাস ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে। বন্ধ থাকা সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা এবং কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানাকে সচল ও আধুনিকায়ন করে বর্তমানে প্রতি মাসে ৮ থেকে ১০ টি গাড়ি ভারী মেরামত করে অনরুট করা হচ্ছে।

দক্ষ কারিগর ও চালক তৈরির পাশাপাশি ToT প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষকদের আরো উপযুক্ত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য বৈষম্যহীন ভাবে উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচন করা হচ্ছে। জনগণের আস্থা অর্জনের পাশাপাশি বৈষম্যহীন বিআরটিসি গড়ে তোলার পথ কখনোই মসৃণ ছিলো না। বিআরটিসি অনেক এগিয়েছে, আরো বহু দূর এগিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে "বৈষম্যহীন বিআরটিসি" প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ তাজুল ইসলাম

## ছাত্র-জনতার সাথে বিআরটিসি

ছাত্র-জনতা হচ্ছে সমাজের মূল চালিকাশক্তি। তাদের একটি আস্থার জায়গা বিআরটিসি পরিবহন। যা থেকে তারা সর্বোচ্চ সেবা পেতে চায়। এক্ষেত্রে বিআরটিসি সারা বাংলাদেশে ছাত্রদের জন্য সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ (পাঁচ) টাকা করে হাফ ভাড়ায় পরিবহন সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি যে কোনো দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে, সাম্প্রতিক বন্যাকালীন ছাত্র-জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত আগস্ট, ২০২৪ সালে ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলের আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সাধারণ জনগণের সেবায় এগিয়ে এসেছে প্রতিষ্ঠানটি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ত্রাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের হাতে পৌছে দেওয়ার জন্য পরিবহন সেবা প্রদান করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেরই সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিআরটিসিও বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণ করে থাকে।

ছবি: বিআরটিসি'র ট্রাকে বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রান সামগ্রী পৌঁছে দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র-জনতার জন্য বিআরটিসির কার্যক্রম :-

- সারা বাংলাদেশে ছাত্রদের জন্য হাফ ভাড়ায় পরিবহন সেবা প্রদান।
- বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ যে কোনো আপদকালীন সময়ে ত্রাণ সামগ্রী, মালামাল, খাদ্য ইত্যাদি পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে।
- আন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার উপর নিপীড়নের জন্য বিআরটিসি'র বাস চাওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে দেন এবং জানিয়ে দেন ছাত্র-জনতার উপর জুলুম/অত্যাচার চালানোর জন্য বিআরটিসির কোনো পরিবহন ব্যবহৃত হবে না।
- বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বিআরটিসির বিভিন্ন ডিপো/ইউনিট থেকে ছাত্রদেরকে খাবার পানি, নাস্তা প্রদান সহ ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়েছে।

ছবি: ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করা শিক্ষার্থীদের বিআরটিসির পক্ষ থেকে নাশতা ও পানি সরবরাহ করছেন মিরপুর বাস ডিপোর ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলম

## বৈষম্যহীন বিআরটিসি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'র চেয়ারম্যান যোগদানের পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি বৈষম্য দূর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি শতভাগ বৈষম্য দূর করতে সক্ষম না হলেও তা কমিয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। জনগণকে প্রাধান্য দিয়ে সেবার মানকে সর্বোচ্চ করা হয়েছে। সকল ধরণের সিন্ডিকেট বন্ধ করা হয়েছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোদ্ধা হিসেবে আখ্যায়িত করে সুষ্ঠ ও সুন্দর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে তারা স্বংতস্ফূর্তভাবে ও দায়িত্বশীলতার সাথে কার্য সম্পাদন করছে। কিন্তু পূর্বে প্রতিষ্ঠানটিতে বৈষম্য ছিল চরম পর্যায়ে। ২০২১ সাল থেকে বৈষম্যহীন বিআরটিসি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত ও চলমান কার্যক্রম সমূহ তুলে ধরা হলো:

### প্রশাসন বিভাগ

| পূর্বের অবস্থা | বৈষম্যহীন বিআরটিসি |
|---|---|
| ▶ জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছিল না। ফলে অযোগ্য ও অদক্ষ জনবল নিয়োগ পেত। | ▶ শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলে যোগ্য ও মেধাবী জনবল নিয়োগ প্রাপ্ত হচ্ছে। |
| ▶ অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতো বিধায় আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক কম হতো। যেমন:- ৩৫১টি পদের বিপরীতে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩১ জন। | ▶ বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি দুটি জাতীয় দৈনিক-সহ ওয়েবসাইট ও অন্যান্য সকল অনলাইন মাধ্যমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার ফলে শূন্য পদের বিপরীতে আবেদনকারীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন:-৩০০ ও ১৪২টি পদের বিপরীতে ৫৭,০০০ ও ৩৭,০০০ জন প্রার্থী নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। |
| ▶ জনবল নিয়োগ কার্যক্রম অযাচিতভাবে বিলম্ব করা হতো। | ▶ নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল একই দিনে প্রকাশ করা হয় এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। |
| ▶ ইতোপূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকুরীর স্থায়ীকরণ করার প্রচলন ছিল না। ফলে টাইমস্কেল ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তিতে বিড়ম্বনায় পড়তে হতো। | ▶ নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিক্ষানবিশ কাল সন্তোষজনক ভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে চাকরী স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে। |
| ▶ বিভিন্ন পদে পদোন্নতির জন্য সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা করা হতো না। | ▶ পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রথমে সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশ করে এবং যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। |
| ▶ পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মূল্যায়ন না করে পদোন্নতি প্রদান করা হতো। | ▶ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় পদোন্নতি প্রদান করা হচ্ছে। |
| ▶ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ফিডার পদে কর্মরতদের যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান করা হতো না। | ▶ বিধি অনুযায়ী যোগ্য ও উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান করা হচ্ছে। |
| ▶ পদায়নের ক্ষেত্রে ডিপো/ইউনিট প্রধানদের যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদায়ন/বদলি করা হতো না। | ▶ ডিপো/ইউনিট প্রধানদের পদায়নের ক্ষেত্রে উপযুক্তদের তালিকা তৈরীর মাধ্যমে পদায়ন/বদলি করা হয়। |
| ▶ দক্ষ, যোগ্য ও উপযুক্ত ডিপো/ইউনিট প্রধানদেরকে কোনো কারণ ছাড়াই ঘন ঘন অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিটে বদলী করা হতো। | ▶ দক্ষ, যোগ্য ও উপযুক্ত ডিপো/ইউনিট প্রধানদেরকে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরস্কার প্রদানসহ অপেক্ষাকৃত ছোট ডিপো হতে বড় ডিপোতে পদায়ন/বদলি করা হয়। |

| | পূর্বের অবস্থা | বৈষম্যহীন বিআরটিসি |
|---|---|---|
| প্রশাসন বিভাগ | ► সুবিধাভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ইনক্রিমেন্ট পেত এবং সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বঞ্চিত ছিল।<br>► কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে টাইমস্কেল,সিলেকশন গ্রেড ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি যথাসময়ে প্রদান করা হতো না।<br>► স্থাপনার প্রকৃত ভাড়া বেশি হওয়া সত্ত্বেও নামমাত্র ভাড়ায় চুক্তি সম্পাদিত হতো। এক্ষেত্রে কোন নীতিমালা অনুসরণ করা হতো না।<br>► ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্থাপনা বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে পছন্দের ভিত্তিতে ৩, ১০, ১৫ ও ৫০ বছর পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করা হতো।<br>► কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনো প্রকার প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল না। সরকারি বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের জন্য সাধারণ কর্মচারীদের বঞ্চিত করে সুযোগ সন্ধানী কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো।<br>► বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি না করে ফেলে রাখা হতো। ফলে সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘদিন যাবৎ ভোগান্তী পোহাতে হতো। কতিপয় কর্মকর্তা- কর্মচারী বিশেষ সুবিধায় কোর্ট মামলা/ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি পেত।<br>► নারী বান্ধব কর্ম-পরিবেশ ছিল না বিধায় নারী কর্মচারীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম ছিল এবং নারীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হতো না।<br>► একাধিক স্থাপনা এককভাবে একজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করা হতো।<br>► নামমাত্র মাসিক ভাড়ায় স্থাপনা বরাদ্দ প্রদান করা হতো।<br>► স্থাপনা বরাদ্দের মেয়াদকাল ২০ বছর পর্যন্ত প্রদান করা হতো।<br>► অধিকাংশ স্থাপনার ভাড়া বকেয়া থাকার কারণে বরাদ্দ আদেশ বাতিল করা হলেও, তা বাস্তবায়ন করা হতো না। | ► ইনক্রিমেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট নিশ্চিত করা হচ্ছে।<br>► কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাপ্য টাইমস্কেল,সিলেকশন গ্রেড ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি যথাসময়ে প্রদান করা হয়েছে/হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন ও সহজতর করার লক্ষ্যে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে।<br>► বাজার দর যাচাইপূর্বক মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করে স্থাপনা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। ভাড়া নির্ধারণের জন্য ভাড়া নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়েছে।<br>► স্থাপনা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ০৩ বছর মেয়াদে বরাদ্দ দেয়া হয়।<br>► কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সকলের অংশগ্রহণ পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে যোগ্য প্রার্থীকে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।<br>► স্বল্প সময়ে মামলা/অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হচ্ছে এবং পূর্বের তুলনায় বিভাগীয় মামলা/কোর্ট মামলার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং সকল মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা হচ্ছে।<br>►নারী বান্ধব কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নারী কর্মচারীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পদে নারীদের অংশগ্রহণসহ সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।<br>► একটি স্থাপনা একজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে।<br>► বাজার দর যাচাইপূর্বক মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করে স্থাপনা বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে।<br>► স্থাপনা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ০৩ বছরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়।<br>► প্রতি মাসে যথা নিয়মে বরাদ্দকৃত স্থাপনা হতে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে এবং কোন স্থাপনার ভাড়া বকেয়া থাকে না। |

| | পূর্বের অবস্থা | বৈষম্যহীন বিআরটিসি |
|---|---|---|
| হিসাব বিভাগ | ► ফেব্রুয়ারী-২০২১ সালের পূর্বে প্রধান কার্যালয়ের বেতন-ভাতা সময়মত প্রদান করা হলেও ডিপো সমূহের বেতন-ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে সুযোগ সন্ধানী কর্মকর্তা-কমচারীরাই অগ্রাধিকার পেত। যার ফলে ডিপোর কর্মচারীদের মধ্যে সবসময় অসন্তোষ তৈরি হত।<br>► সিপিএফ, ছুটি নগদায়ন ও গ্র্যাচুইটির নথি দীর্ঘদিন যাবৎ অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে থাকত। যারা প্রভাবশালী তাদের কেউ-কেউ অর্থের বিনিময়ে নথি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করত। অধিকাংশ কর্মকর্তা-কমচারী অবসরে যাওয়ার পরেও তাদের নথি বছরের পর বছর নিষ্পত্তির জন্য পড়ে থাকত।<br>► অর্থ মন্ত্রনালয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে সিপিএফ, ছুটি নগদায়ন ও গ্র্যাচুইটির টাকা প্রদান করা যেত না। অর্থ মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত টাকা সকলকে না দিয়ে বিশেষ বিবেচনায় তদবির এবং অনৈতিক লেনদেনের বিনিময়ে সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটি নগদায়নের অর্থ পরিশোধ করা হতো।<br>► কল্যাণ তহবিলের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্য ব্যক্তির দাবি উপেক্ষা করে সুযোগ সন্ধানী কর্মচারীদের অর্থ প্রদান করা হত। কল্যাণ তহবিল হতে সর্বোচ্চ ১০-২০ হাজার টাকা প্রদান করা হত।<br>► হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলীর ক্ষেত্রে সুপারিশ, তদবির এবং অনৈতিক আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে সুযোগ- সন্ধানী কর্মীরাই কেবল সুবিধাজনক জায়গায় বদলী হত।<br>► হিসাব বিভাগ হতে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে সুপারিশ বা তদবির এর প্রেক্ষিতে পরিশোধ করা হত।<br>► হিসাব বিভাগে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৃথক কাজের ব্যবস্থা/পরিবেশ ছিল না। যার কারণে পুরুষ কর্মীর তুলনায় নারী কর্মীদের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়নি, যা বৈষম্য অবস্থায় পরিচালিত হয়েছে। | ► প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যেক মাসের প্রথম কর্ম দিবসে বেতন-ভাতাদি বৈষম্যহীনভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।<br>► অবসরে যাওয়ার পর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নথি এক মাসের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কারো তদবির অথবা অনৈতিক লেনদেনের প্রয়োজন হয় না।<br>►অর্থ মন্ত্রনালয়ের আর্থিক সাহায্য ছাড়া কর্পোরেশনের অর্জিত নীট লাভ হতে কমিটি কর্তৃক সুপারিশ এবং অনুমোদন সাপেক্ষে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাওনা অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বৈষম্যহীনভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে এতে কোনো রুপ অনৈতিক লেনদেন বা তদবিরের প্রয়োজন হয় না।<br>►অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী কল্যাণ তহবিলের টাকা বৈষম্যহীনভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।<br>► হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলীর ক্ষেত্রে কর্মীর যোগ্যতা, দক্ষতা, কাজের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি বিবেচনা করে বদলী করা হয়। এক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর হয়েছে।<br>► বর্তমানে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সুপারিশ, তদবির ব্যতীত আর্থিক বিধি-বিধান মেনে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে।<br>► বৈষম্যহীন বিআরটিসি'তে নারীদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ ডিপোর হিসাব শাখা গুলোতে নারী এবং পুরুষ কর্মীদের মধ্যে বৈষম্যহীন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। হিসাব বিভাগের বিভিন্ন শাখায় নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বৈষম্যহীন ভাবে বিআরটিসি'র গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করছে। |
| | ► সাধারণ কর্মচারীদের বাদ রেখে বর্ধিত বেতন, টাইমস্কেল, উচ্চতর গ্রেড নির্ধারণে সুযোগ সন্ধানী কর্মচারীদের নথির কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন করা হতো।<br>► সকল ক্রয় কার্যক্রম সরকারি বিধি অনুযায়ী করা হতো না, ফলে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হতো। এতে করে ক্রয় কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ অডিট আপত্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকত। | ► বর্তমানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিসহ টাইমস্কেল, উচ্চতর গ্রেড নির্ধারণের সকল কাজ যথাসময়ে স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে।<br>► সরকারি বিধি অনুযায়ী সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে, ফলে অডিট আপত্তি প্রায় শূণ্যের কোটায় নেমে এসেছে। এতে করে ক্রয় কার্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ স্বাভাবিকভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে। |

| | পূর্বের অবস্থা | বৈষম্যহীন বিআরটিসি |
|---|---|---|
| অডিট বিভাগ | ▶ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নথি/ফাইল এর কার্যক্রম ধীরগতি ছিল। ফলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যথাসময়ে তাদের চূড়ান্ত পাওনার অর্থ পেত না। কিছু সুযোগ সন্ধানী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নথি যথাসময়ে সম্পন্ন করা হতো।<br>▶ নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো না। ফলে সকল অডিটরদের জবাব প্রস্তুতের সক্ষমতা ছিল না। জবাব প্রস্তুতের জন্য গুটি কয়েক অডিটরদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো।<br>▶ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত করা হতো না, ফলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা কম ছিল। এর ফলে অডিট আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চূড়ান্ত পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্ভব হতো না। অডিট আপত্তির সাথে জড়িত কিছু সুযোগ সন্ধানী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মের তোয়াক্কা না করে তাদের সংশ্লিষ্ট আপত্তিসমূহ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার জন্য প্রেরণ করত। | ▶ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নথি/ফাইল সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে।<br>▶ নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সকল অডিটরদের জবাব প্রস্তুতের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট অডিটরদের উপর নির্ভরশীলতা দূর হয়েছে।<br>▶ নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হচ্ছে, ফলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে অডিট আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর চূড়ান্ত পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। |
| অপারেশন বিভাগ | ▶ চালক/কন্ডাক্টর রাজনৈতিক ও পেশীশক্তি ব্যবহার করে তাদের পছন্দ মতো ইউনিটে বদলী হতো। বদলীর ক্ষেত্রে প্রবিধানমালা অনুসরণ করা হতো না। এতে করে কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হতো।<br>▶ স্টাফ বাসসহ বিভিন্ন রুটে বাস পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কর্তৃক সুবিধাপ্রাপ্ত চালকদের দৃষ্টিনন্দন ও ত্রুটিমুক্ত বাসে নিয়োজিত করা হতো।<br>▶ বিআরটিসি'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন লাভজনক রুটে কর্তৃপক্ষের প্রিয়ভাজন চালক-কন্ডাক্টরদের ডিউটি দেওয়া হতো।<br>▶ কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদপুষ্ট চালক/কন্ডাক্টরদের নামে ৫-১০ টি বাস লাভজনক রুটে পরিচালনা করা হতো। ফলে চালক/কন্ডাকটরদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হতো।<br>▶ কর্মকর্তারা তাদের পছন্দ অনুসারে ডিপোর ম্যানেজারের দায়িত্ব প্রাপ্তিতে রাজনৈতিক পরিচয় ও সম্পৃক্তা ব্যবহার করতো। ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হতো।<br>▶ সুযোগ সন্ধানী চালকদেরকে লাভজনক রুটের বাস বরাদ্দ দেওয়া হত। ডিউটি প্রদানে কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হতো না। | ▶ বর্তমানে কর্পোরেশনের বদলী প্রবিধানমালা অনুসরণ করে দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মচারীদের বদলী করা হচ্ছে।<br>▶ বর্তমানে দক্ষতার ভিত্তিতে চালকদের স্টাফ বাসসহ বিভিন্ন রুটের বাসে নিয়োজিত করা হচ্ছে।<br>▶ বর্তমানে দক্ষতার ভিত্তিতে সকল রুটে চালক-কন্ডাকটরদের নিয়োজিত করা হচ্ছে। শুধু লাভজনক রুটে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে অন্যায় সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না।<br>▶ বর্তমানে চালক/কন্ডাক্টরদের নামে একটির বেশি বাস পরিচালনা করা হচ্ছে না এবং এর মাধ্যমে বহুকাল ধরে চলমান বৈষম্য দূর করা হয়েছে।<br>▶ বর্তমানে দক্ষতা ও প্রয়োজন অনুসারে ডিপোর অবস্থান ও বাসের সংখ্যা বিবেচনা করে কর্মকর্তাদের ম্যানেজারের দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে না।<br>▶ সুযোগ সন্ধানী চালকদেরকে শাস্তির আওতায় আনাসহ সৎ, যোগ্য ও দক্ষ চালকদের অগ্রাধিকার দিয়ে রোষ্টার ডিউটি প্রদান করা হচ্ছে। |

| পূর্বের অবস্থা | বৈষম্যহীন বিআরটিসি |
|---|---|
| প্রশাসন বিভাগ | |
| ▶ কর্তৃপক্ষের সাথে চালকদের সু-সম্পর্কের ভিত্তিতে বাসের দৈনিক ট্রিপ প্রতি রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো এবং বাস বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের রুট যাচাই-বাছাই করা হতো না। | ▶ রুট যাচাই-বাছাইপূর্বক যৌক্তিকতা বিবেচনা করে সেল কমিটির মাধ্যমে ট্রিপ প্রতি রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বাস বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে রেশনালাইজেশন করা হচ্ছে। |
| ▶ কতিপয় রুটে অধিকাংশ বাস বরাদ্দ করা হতো এবং লাভজনক অন্যান্য রুটে বাসের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাস পরিচালনা করা হতো না। | ▶ সমগ্র বাংলাদেশে পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সংখ্যক যাত্রীকে বিআরটিসি যাত্রী সেবা প্রদান করছে। প্রত্যেক ডিপোর অধিকাংশ লাভজনক রুটে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাস পরিচালনা করা হচ্ছে। |
| ▶ রাজনৈতিক পেশি শক্তির প্রভাব ও অনিয়মের কারণে অধিকাংশ বাস বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। ফলে প্রতিষ্ঠানটি কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব হতে বঞ্চিত হতো। | ▶ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বাস পরিচালনা করার ফলে কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ▶ রুট রেশনালাইজেশন ব্যতীত ডিপোতে বাস ও চালক বণ্টন করার কারণে কতিপয় ডিপো ব্যতীত অন্য ডিপোতে বেতন দেওয়া সম্ভব হত না। এতে করে কর্পোরেশনের সকল ডিপোতে চালক/কর্মচারীদের বেতন একই সাথে না হওয়ার কারণে চালক/কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হত। | ▶ রুট রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে ডিপোতে বাস ও চালক বণ্টন করার কারণে ও অপারেশনাল আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সকল ডিপোতে একই সময়ে সকল কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হচ্ছে। |
| ▶ যে সকল ডিপো রাজস্ব অর্জন কম করার কারণে বেতন প্রদান করতে অসমর্থ হত সে সকল ডিপো বেতন প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে কোনো সহযোগিতা পেত না। | ▶ বর্তমানে কোনো ডিপো বেতন প্রদানে অসমর্থ্য হলে প্রধান কার্যালয় থেকে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। ফলে কোনো ধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে না। |
| ▶ লোকসানের কারণে ডিপোগুলোতে শুধু ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন প্রদান করা হত। তবে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হত না। | ▶ সকল ডিপোতে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একই সময়ে বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। বেতন পরিশোধের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্যের স্থান দেওয়া হচ্ছে না। |
| ▶ রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে বাইরের লোকজন বিআরটিসি'র কাউন্টার পরিচালনা করতো। কমিশন নির্ধারণে কোনো ধরনের নিয়ম-নীতি ছিল না। | ▶ প্রতিটি বিআরটিসি'র কাউন্টারে MOU চুক্তির মাধ্যমে কাউন্টার প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হচ্ছে। কমিশন নির্ধারণে শৃঙ্খলা আনয়ন করা হয়েছে। |
| ▶ বিআরটিসি'র বাসগুলোতে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন সংরক্ষণ করা হত না। মহিলারা বাসে উঠতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করার কারণে তারা বৈষম্যের শিকার হত। | ▶ বৈষম্য নিরসনে সকল বাসে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন সংক্ষরণ করার পাশাপাশি মহিলাদের চলাচলের সুবিধার্থে নারী বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। |
| ▶ কর্মকর্তাদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকলেও চালক-কারিগরদের জন্য কোন ধরনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হত না। ফলে শ্রমিক/কর্মচারীরা বৈষম্যের শিকার হত। | ▶ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে বৈষম্য নিরসন করা হয়েছে। বিশেষ করে চালকদের রিফ্রেসমেন্ট ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। |
| ▶ ট্রাক পরিচালনায় কোনো ধরনের শৃঙ্খলা ছিল না। অনিয়ন্ত্রিত ও অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ট্রাক পরিচালনা করা হত। | ▶ ট্রাক পরিচালনায় সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাজস্ব অর্জন বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। |
| ▶ যাত্রীসেবার উদ্দেশ্যে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হলেও যাত্রীসেবার বিষয়টি ছিল সবচেয়ে উপেক্ষিত। যাত্রী নিরাপত্তায় অবহেলা, টিকেট বিক্রিতে বিশৃঙ্খলা, বাসের সময়সূচী যথাযথভাবে অনুসরণ না করার কারণে যাত্রীরা প্রায়ই ভোগান্তির শিকার হত। | ▶ যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালুর মাধ্যমে টিকেট ক্রয়ে স্বচ্ছতা আনয়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বাসে ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখার মাধ্যম যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়টি উন্নত করা হয়েছে। কঠোর মনিটরিং এর মাধ্যমে বাসে সময়সূচি অনুসরণের কারণে পূর্বের ন্যায় যাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না। |

| | পূর্বের অবস্থা | বৈষম্যহীন বিআরটিসি |
|---|---|---|
| | ► যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে কোনো ধরনের ইনোভেটিভ সেবার ধরণ সংযুক্ত করার প্রয়াশ ছিল না। সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে ছিল চরম উদাসীনতা। | ► যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে ও যাত্রী চাহিদার প্রেক্ষিতে ধারাবাহিকভাবে উদ্ভাবনী সেবা সংযুক্ত করা হচ্ছে। মেট্রোরেল শাটল সার্ভিস, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সার্ভিস, বাণিজ্যমেলা সার্ভিস, পর্যটক বাস সার্ভিস ইত্যাদি সেবা সংযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। |
| কারিগরি বিভাগ | ► কর্পোরেশনের যানবাহন মেরামত কাজে কারিগরগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও কারিগরদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্বে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। চালকদের জন্য রিফ্রেশার কোর্সের আয়োজন করা হলেও কারিগরগণ এক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এছাড়াও মেরামত কাজ সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক টুল্‌স ও ইকুইপমেন্ট সম্পর্কেও কারিগরগরদের বেশি ভাল ধারণা ছিলো না।<br>► কারিগরগণ যানবাহনের মেরামত কাজ করার সময় তাদের কাজের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়নি।<br>► কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত কর্মপরিবেশের ভূমিকা অপরিসীম হলেও ডিপো/ইউনিটসমূহের কারিগরি শাখার কাজের পরিবেশ উন্নত ও সহায়ক ছিল না।<br>► যানবাহন কিলোমিটার চলার উপর মেরামত খরচ বরাদ্দ হতো। এতে করে যে সকল যানবাহনে অধিক মেরামত খরচ প্রয়োজন সে সকল যানবাহনে অধিক মেরামত খরচ বরাদ্দ করা সম্ভব হতো না। একইভাবে যে সকল যানবাহনে মেরামত খরচ কম প্রয়োজন হতো সে সকল যানবাহনে অতিরিক্ত মেরামত খরচ বরাদ্দ হতো।<br>► কর্পোরেশনের যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রযোজনীয় সংখ্যক কারিগর ছিলো না। কারিগর স্বল্পতার কারণে কোনো রকমে অসম্পূর্ণভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করার কারণে যানবাহন ঘন ঘন ব্রেক ডাউন হতো। এছাড়াও মেরামত কাজে ধীর গতি ছিলো। | ► কারিগরদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অক্টোবর/২০২২ হতে (১) ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশন সিস্টেম, (২) এসি সিস্টেম ও অটো-ইলেকট্রিক সিস্টেম ও (৩) বডি, ওয়েল্ডিং, গ্লাস খোলা-ফিটিং, পেইন্টিং মোট ০৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্ণিত প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে মেরামত কাজ সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক টুলস্ ও ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে পরিচিত এবং ব্যবহার বিধি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কর্পোরেশনের যানবাহন মেরামত কাজের গতিশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিনিয়ত বহরে মেরামতকৃত সচল গাড়ি যুক্ত হচ্ছে।<br>► বর্তমানে যানবাহনের মেরামত কাজ করার ক্ষেত্রে সেফটি টুলস্ এবং ইকুইপমেন্ট সংযোজিত হওয়ার ফলে কারিগরদের কাজের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।<br>► বর্তমানে কারিগরদের কাজের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, উন্নতমানের পোশাক, বিশ্রামের স্থান (বিশুদ্ধ পানির ফিল্টারসহ), ওয়ার্কিং র‍্যাম্প, ফ্যান, লাইটিং সিস্টেম ব্যবহার করে উন্নত কর্মপরিবেশ সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এতে করে কারিগরদের কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।<br>► বর্তমানে যানবাহনের হালকা/রানিং মেরামত খাতে যানবাহন ভিত্তিক ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে Need Based পদ্ধতি চালু করার ফলে মেরামত ব্যয় সংকোচন করা সম্ভব হয়েছে। এতে করে মেরামত কাজের গুণগত মান বৃদ্ধিসহ বিআরটিসি'র যানবাহনসমূহ দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।<br>► ২০২১ সাল হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত ১৭৬ জন মেধাবী এবং দক্ষ সাধারণ ও ট্রেড কারিগর (এ, বি, সি ও ডি গ্রেডে) অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নতুনভাবে কারিগর নিয়োগ এর ফলে মেরামত কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্রেক ডাউন প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। |

| | পূর্বের অবস্থা | বৈষম্যহীন বিআরটিসি |
|---|---|---|
| কারিগরি বিভাগ | ► ২০২১ সালের পূর্বে কারিগরদের সময় মত পদোন্নতি না হওয়ায় তারা মানসিকভাবে হতাশা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করেছেন।<br>► যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত কারিগরসহ সকল জনবলকে সুদক্ষভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশল ডিগ্রিধারী কারিগরি কর্মকর্তার [উপ-ব্যবস্থাপক (কারিগরি) ও প্রশিক্ষক] প্রয়োজন থাকলেও ইতঃপূর্বে বর্ণিত পদগুলোতে জনবল নিয়োগের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।<br>► বিআরটিসি'র ০২টি মেরামত কারখানা'র (কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও এবং সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, গাজীপুর) সক্ষমতা এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পূর্বে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যার কারণে উক্ত ওয়ার্কশপ ০২টি তে ভারী যানবাহনের (বাস/ট্রাক) এর মেরামত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। | ► বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলী ও কারিগরদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানেও পদোন্নতি প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২১ সালে উপ-ব্যবস্থাপক (কারিগরি) পদে ০৬ জন এবং ২০২৩ সালে প্রশিক্ষক পদে ০৬ জন প্রকৌশল ডিগ্রিধারী দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এতে করে কারিগরি বিভাগের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সুদক্ষ দিক নির্দেশনার কারণে যানবাহনের মেরামত কাজ এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।<br>► বর্তমানে ০২টি মেরামত কারখানায় (কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও এবং সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, গাজীপুর) আধুনিক যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংযোজনসহ দক্ষ জনবল পদায়নের ফলে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে উক্ত ০২টি মেরামত কারখানায় কর্পোরেশনের বিভিন্ন ডিপো/ইউনিটের হালকা (জীপ, কার) ও ভারী যানবাহনের (বাস, ট্রাক) মানসম্মত ও দৃষ্টিনন্দন মেরামত কাজ সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এতে করে উক্ত ০২টি ওয়ার্কশপ পূর্ণাঙ্গ ভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। |
| নির্মাণ বিভাগ | ► পদ শূণ্য থাকার কারণে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একাধিক কর্মকর্তার কাজ করতে হতো। অপরদিকে যোগ্য প্রার্থী কাজ করার সুযোগ পেতো না।<br>► ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণ কম ছিল, এতে অনেক ঠিকাদার বঞ্চিত হতো। কাজের গুণগত মান সঠিক রাখা সম্ভব হতো না।<br>► প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা না করে সকল ডিপোর পূর্ত কাজ করা হতো না। বরং পছন্দের ডিপো/ইউনিটের পূর্ত কাজ করা হতো বিধায় সকল ডিপোর কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজের জন্য সুষ্ঠু ও মানসম্পন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা হতো না।<br>► তালিকাভূক্ত ঠিকাদারগণ শুধু প্রধান কার্যালয়ে LTM টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারতো। বিভিন্ন ডিপো ইউনিটে LTM টেন্ডার আহবান করা হলে, তারা সেখানে অংশ-গ্রহণ করতে পারতো না বিধায় ঠিকাদারগণ বঞ্চিত হতো। | ► পদ অনুযায়ী যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োগ দেয়ার কারণে একজনকে দিয়ে অধিক পরিমাণ কাজ করানোর বৈষম্য দূর হয়েছে এবং কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।<br>► পিপিআর অনুসরণ করে ই-জিপিতে টেন্ডার প্রক্রিয়া চালু করায় তালিকাভুক্ত ঠিকাদারসহ সারা দেশের ঠিকাদারগণ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে বিধায় কোনো ঠিকাদারের বৈষম্যের শিকার হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে কাজের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।<br>► চাহিদা অনুযায়ী ছোট/বড় সকল ডিপো/ ইউনিটের বিভিন্ন সংস্কারমূলক/উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়। পূর্বের সকল বৈষম্য দূর করে সকল ডিপোর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্রে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।<br>► তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের প্রধান কার্যালয় সহ সকল ডিপো/ইউনিটে LTM পদ্ধতিতে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট জেলা/জোনের ঠিকাদারদের বৈষম্যের শিকার হওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে না। |

| | পূর্বের অবস্থা | বৈষম্যহীন বিআরটিসি |
|---|---|---|
| | ▶ বিল প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করা হতো না। ফলে কোনো কোনো ঠিকাদার কাজ না করে অথবা কাজের সঠিক গুণগত মান যাচাই না করে বিল পেয়ে যেতো। | ▶ বর্তমানে বিল পরিশোধের পূর্বে কাজের গুণগত মান সঠিক আছে কিনা অথবা সিডিউল মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে কিনা এ বিষয়ে ডিপো/ইউনিট প্রধানের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে এবং নির্মাণ বিভাগের তদারকির মাধ্যমে বিল প্রদান করা হয়ে থাকে বিধায় কাজ না করে বিল পাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। |
| প্রশিক্ষণ বিভাগ | ▶ বেতন ও ভাতা সময় মতো প্রদান করা হতো না। বাস ও ট্রাকে নিয়োজিত জনবল বেতন পেলেও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত জনবলের বেতন বকেয়া থাকতো। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত হয়ে গেলে ৬/৭ মাস এক নাগাড়ে বেতন বকেয়া ছিলো।<br>▶ নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আলাদা কোনো ব্যবস্থা বা পরিবেশ ছিল না। ফলে তাদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত।<br>▶ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে আধুনিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির অভাব ছিল। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ছিল পুরনো এবং অকার্যকর।<br>▶ প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অভাব ছিল।<br>▶ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের বৈষম্য ছিল প্রবল। নারী ড্রাইভিং প্রশিক্ষকের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। নারী কারিগরি প্রশিক্ষক ছিল না।<br>▶ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পরিবেশ ছিল অপর্যাপ্ত এবং অনুন্নত। প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পরিষেবার অভাবে মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেত না।<br>▶ কারিগরি বিভাগের আওতাধীন প্রশিক্ষণ শাখা হিসেবে পরিচালিত হতো। প্রশিক্ষণ শাখার কার্যক্রম খুবই সীমিত পরিসরে ছিল। প্রশিক্ষণে প্রচার প্রচারণা ছিল না।<br>▶ উপযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বঞ্চিত করে আস্থাভাজনদের বারবার বৈদেশিক প্রশিক্ষণে পাঠানো হতো। | ▶ সময়মতো প্রশিক্ষণে নিয়োজিত জনবলের বেতন ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্প না থাকা সত্ত্বেও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ উপকরণ সংযোজন, আয় বৃদ্ধির জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও বেসিক প্রশিক্ষণে প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি মাসের প্রথম কর্মদিবসে বেতন ভাতা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।<br>▶ নারীদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ সুব্যবস্থা,নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কর্মপরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। দক্ষ নারী প্রশিক্ষকের মাধ্যমে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করায় নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছে। ফলশ্রুতিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে।<br>▶ যুগোপযোগী ট্রেনিং কারিকুলাম, ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাল্টি-পারপাস ক্লাসরুম, সিমুলেটর, ট্র্যাক এবং কাট সেশনের মতো আধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন করা হয়েছে। এসব সরঞ্জাম প্রশিক্ষণকে বাস্তবমুখী এবং ফলপ্রসূ করে তুলেছে।<br>▶ দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরির জন্য বিশেষ কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। (TOT) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়ন ঘটেছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।<br>▶ সব শ্রেণির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী ড্রাইভিং প্রশিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি প্রথম বারের মতো প্রশিক্ষিত নারী কারিগরি প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।<br>▶ বর্তমানে উন্নত অবকাঠামো এবং পরিষেবার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক ও সুশৃঙ্খল করা হয়েছে এবং মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করার উপর জোরদার ভূমিকা নেওয়া হয়েছে।<br>▶ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ বিভাগ গঠন করা হয়েছে। গতিশীলতা ও প্রচারণা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে বিআরটিসি প্রশিক্ষণ আইকন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।<br>▶ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন এর ক্ষেত্রে কাজের সাথে সংশ্লিষ্টতা ও যোগ্যতা বিবেচনা করা হয়। |

**মোঃ নায়েব আলী**
ম্যানেজার (টেকঃ)
বিআরটিসি উথলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

## বিআরটিসি'র বৈষম্য দূরীকরণের রূপকার মোঃ তাজুল ইসলাম

গত ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলস্বরূপ নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিআরটিসি'র দক্ষ, যোগ্য এবং মানবিক চেয়ারম্যান মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার গত ০৭/০২/২০২১ ইং তারিখ যোগদান করার পর থেকেই বিআরটিসিতে বৈষম্য দূরীকরণের কাজে হাত দেন। বৈষম্যহীন বিআরটিসি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

২০২১ সালের পূর্বে ডিপোতে কেউ প্রতি মাসের ১ তারিখে বেতন পেত আবার কেউ বছরের পর বছর ধরনা দিয়েও সময় মত বেতন পেতেন না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদানের পর থেকেই প্রতি মাসের ১ তারিখে বেতনের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে বেতন পরিশোধ করে তার প্রমাণপত্র প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হয়।

পূর্বে ম্যানেজার/ইউনিট প্রধান হিসেবে কর্তৃপক্ষ যে কাউকে প্রভাব খাটিয়ে অথবা অসৎ রাস্তায় পদায়ন করতো। অর্থাৎ অশুভ প্রতিযোগিতা ছিল। বর্তমানে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা, যোগ্যতা যাচাই করে ইউনিট প্রধান হিসেবে পদায়ন সহ বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনা করা হচ্ছে। দক্ষ ব্যবস্থপনার ফলে শুধু মুনাফা নয় ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক সহ পুরো বিআরটিসি'কে দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে।

পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অথবা বিভিন্ন অপকৌশল এর মাধ্যমে পাওনা টাকা আদায় করে নিতেন। কিন্তু বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিপিএফ ফান্ড, ছুটি নগদায়ণ ও চূড়ান্ত পাওনা বৈষম্যহীনভাবে স্ব স্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পরিশোধ করা হচ্ছে।

পূর্বে একজন ব্যক্তির নামে একাধিক গাড়ী চলত কিন্তু বর্তমানে একজন চালক/কন্ডাক্টর এর নামে একটি বাস চলে। ফলে চালক/কন্ডাক্টরগণ বৈষ্যমের শিকার হতে রেহাই পেয়েছেন। বর্তমানে বৈষম্য শূন্যতে (০) অর্থাৎ জাদুঘরে চলে গেছে।
পূর্বে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে নিরাপত্তা রক্ষী ও শ্রমিকগণ ঈদের দিন ডিউটিতে থাকলেও কোন ভাল খাবার খেতে পারতেন না। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান ঈদ-উল-ফিতর এ ভাল খাবার এবং ঈদ-উল-আযহায় কুরবানীর মাধ্যমে বৈষম্যহীন কর্ম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

ইনক্রিমেন্টের অর্থ পূর্বে ঠিক মতো যোগ হত না এবং সাধারণ কর্মচারীগণ চরম বৈষম্যের শিকার হতো। বর্তমানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক বর্ধিত বেতন মঞ্জুরে বৈষম্য দূর করা হয়েছে। ফলে নিয়ম মাফিক এবং সময় মত সবার বার্ষিক বেতন যোগ করা হচ্ছে।

পূর্বে বিআরটিসি'র কর্মকর্তাগণ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার আগ্রহ দেখাত না। বিভিন্ন ধরণের দুর্বলতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সাংবাদিকদেরকে বিআরটিসি'র খবর প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফলে ২০২১ সালের পরে বিআরটিসি'কে সাধারণ মানুষ নতুন ভাবে অর্থাৎ লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জানতে পেরেছে।

পূর্বে কর্মচারীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে কর্তৃপক্ষ কোন খবর নিতেন না। এমনকি ডিপো কর্তৃপক্ষও খবর রাখতেন না। বর্তমান চেয়ারম্যান নিজে অসুস্থদের খবর নেন।

পূর্বে প্রধান কার্যালয়সহ ডিপোতে নারী কর্মীদের কর্ম পরিবেশ খুব বেহাল দশা ছিল। মনে হত, এই পরিবহন সেক্টরে নারী কর্মীদের কোন প্রয়োজন বা কাজ নেই। বর্তমানে নারী কর্মীদের সুন্দর কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে নারী কর্মীদের জন্য চাইল্ড কেয়ার ইউনিট সহ নামাজের আলাদা জায়গা করা হয়েছে। প্রতিটি ডিপোতেও নারী কর্মীদের জন্য নামাযের জায়গা সহ পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।

পূর্বে কারিগরদের কাজের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত স্যাঁতস্যাঁতে/জরাজীর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং কোনো ভাল টুলস/ইকুইপমেন্ট ছিল না। বর্তমানে কারিগরদের কাজের ফাঁকে নাস্তার ব্যবস্থা করা সহ পোশাক, সুন্দর বিশ্রামাগার এবং ভাল মানের টুলস/ইকুইপমেন্ট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে করে কারিগরদের কাজের মানের উন্নয়ন ঘটেছে। বিআরটিসি'র সকল এসি গাড়ী সহ সকল ট্রাক/বাস সঠিক আছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু সাধারণ শ্রমিক তথা কারিগর/ চালকদের প্রতি যত্নবান হওয়াতে।

২০২১ সালের পূর্বে বিআরটিসি'র যে ইউনিট গুলোর আয় ভাল, সেই ইউনিটে ম্যানেজারগণ পদায়নের জন্য অশুভ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকত। কিন্তু বর্তমানে যে ইউনিট গুলো ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভাল আয় হয় সেই আয় থেকে বেতন ভাতা পরিশোধের পর বাকী লাভের টাকা প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে যেখানে আয় কম হচ্ছে এবং বেতন ভাতা পেতে কষ্ট সেখানে সেই উদ্বৃত্ত লাভের টাকা দিয়ে বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। ফলে প্রতিটি ম্যানেজার স্বস্তিতে আছে কারো মধ্যে কোন অশুভ প্রতিযোগিতা নেই। কারণ মাস পার হলেই সবাই এক যোগে বেতন পাচ্ছে। তবে ভাল কাজের জন্য সবার মধ্যে গঠনমূলক (Constructive) প্রতিযোগিতা রয়েছে।

সবশেষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং তাঁর হাতে গড়া বিআরটিসি'র আমরা সবাই মিলে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় শেষ করছি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সবার মঙ্গল করুন।

**ওমর ফারুক মেহেদী**
ইউনিট প্রধান,
বিআরটিসি খুলনা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

## বৈষম্যহীন বিআরটিসি

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই-যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার থাকবে পুরোপুরি সুরক্ষিত। আমাদের লক্ষ্য একটাই-উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন ও অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ। আমরা এক পরিবার, আমাদের এক লক্ষ্য। কোনো ভেদাভেদ যেন আমাদের স্বপ্নকে ব্যাহত করতে না পারে সে জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এই চিন্তা ধারা থেকে আমাদের চেয়ারম্যান যোগদানের পর হতে বিআরটিসি'তে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য চিহ্নিত করেন এবং তা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যার ফলে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজ নিজ কাজে মনোযোগী হয়েছেন।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা যা ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ একটি বৈষম্যহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এই পরিবহন সংস্থাটির কর্ম পরিবেশ দেশের অন্য সব প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিকূল পরিবেশ ও নানান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কীভাবে সততা,প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে এক সময়ের জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠানকে সার্বিক দিক দিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যায় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বৈষম্যহীন বিআরটিসি'র বর্তমান চেয়ারম্যান।

প্রধান কার্যালয়সহ ডিপো/ইউনিটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিজস্ব আয় হতে প্রতি মাসের ০১ তারিখে পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদানের পর বিআরটিসি পরিবারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সহযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় করানোর মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য দূর করেছেন।

পূর্বে একজন ব্যক্তির নামে একাধিক বাস চলাচল করত। কিন্তু বর্তমানে একজন ব্যক্তির নামে একটি বাস চলার ফলে বৈষম্য দূর হয়েছে। স্ব স্ব ধর্মীয় উৎসব অনুযায়ী উৎসব ভাতা প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যেক ধর্মীয় অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় উৎসব যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে পারছে-এতে বৈষম্য দূর হয়েছে।

প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর গ্র্যাচুইটি, সিপিএফ ও ছুটি নগদায়নের অর্থ অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে কর্পোরেশনে বৈষম্যহীন সুন্দর কর্ম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ডিপোতে কর্মরত সকলের জন্য পবিত্র ঈদুল ফিতর/ঈদুল আযহার জন্য ইফতারী/কুরবানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আধুনিক সময় উপযোগী ওয়াশরুম ও নামাজ ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির সময় হলেই উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। এতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর হয়েছে। বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে নিজ জেলার আশেপাশে পোস্টিং দেওয়ার ফলে উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ জেলার পাশে থেকে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বৈষম্যহীন বিআরটিসির অনন্য উদাহরণ হলো নিয়মিত অনলাইন/অফলাইনে সভা চলাকালে সকলকে উপস্থিত থেকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমানে বৈষম্যহীনভাবে কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম এবং কারিগরদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত কোন সহযোদ্ধা অফিসে আসলে তাদের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে তাদের সাথে বৈষম্য মূলক আচরণ করা হতো। বর্তমানে বৈষম্য দূর করা হয়েছে। পূর্বে স্টেক হোল্ডারদের কোন মূল্যায়ন করা হতো না কিন্তু বর্তমানে মূল্যায়ন করা হয়। যার ফলে দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূর হয়েছে।

সাংবাদিকরা হলো সমাজের দর্পণ। পূর্বে প্রতিষ্ঠানটিতে সাংবাদিকরা প্রবেশের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের সাথে সুসম্পর্কের সুবাদে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য দূর হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে বার্ষিক বনভোজন আয়োজন এবং অনুষ্ঠানে একই খাবার পরিবেশন সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে বৈষম্য দূর করেছে।

চালক ও কন্ডাক্টরদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে-এতে বৈষম্য দূর হয়েছে। বিআরটিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে। এতে বৈষম্য দূর হয়েছে।

পাবলিক বাস মালিক সমিতি/শ্রমিক সমিতির সাথে বিআরটিসি'র বৈরী সম্পর্ক ছিলো। বর্তমানে তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ফলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসির সাথে বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয়/পুলিশ সুপার মহোদয়/থানা অফিসার ইনচার্জ সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে। ফলে ডিপো পরিচালনায় বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য দূর হয়েছে যা পূর্বে ছিল না। পূর্বে কাউন্টার সমূহের সাথে ডিপোর লোকজনদের বৈষম্যমূলক সম্পর্ক থাকায় যাত্রীরা কাঙ্ক্ষিত যাত্রীসেবা থেকে বঞ্চিত হতো। বর্তমানে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

চেয়ারম্যান যোগদানের পর হতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনয়নের ফলে জবাবদিহিতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি টেকসই উন্নয়নের সাথে সাথে বৈষম্য দূর হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতির মূলই রয়েছে বর্তমান চেয়ারম্যানের যাদুকরী নিপুন ছোঁয়া। অনেকটাই অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। সাফল্যের এই ধারা যত অব্যাহত থাকবে বিআরটিসি'র উন্নয়ন দিনের পর দিন তত বৃদ্ধি পাবে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

**মিজানুর রহমান**
সহকারী ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।

## বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে বিআরটিসির সহযোদ্ধা

"আমাদের শহিদেরাই আমাদের শক্তি
আগামীতে ধরে রাখতে হবে আমাদের এই মুক্তি "

বাঙালীর ইতিহাস মূলত বাংলার বিপ্লবী ছাত্র সমাজের ইতিহাস। আর ইতিহাসের প্রতিটি পট পরিবর্তনে রয়েছে তরুণ মেধাবী ছাত্র সমাজের অগ্রগামী ভূমিকা। তেমনি ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী সমাজ বির্নিমাণে ও মুক্তির মিছিলে আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করে ছাত্র সমাজ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই দেখিয়েছে মুক্তির পথ। রক্তপথ পাড়ি দিয়ে, বুলেটের ভয়কে পাশ কাটিয়ে সহস্র শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই স্বাধীনতা। মুক্তির মিছিলে জাতি ফিরে পায় ৭১'র স্বাধীনতার স্বাদ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ছাত্রসমাজের এই অর্জনকে ধরে রাখতে গঠন করা হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যার প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ২০১৮ সালের সরকারি চাকুরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি যৌক্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে একজন সহযোদ্ধা হিসেবে অংশ নিয়েছিলাম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। বৈষম্য নিরসনে জুলাই ২০২৪ থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে অংশগ্রহণ করি। এক পর্যায়ে আন্দোলনে বিজয় আসে। তারই সুফল পাই বিআরটিসিতে স্বচ্ছ নিয়োগের মাধ্যমে। এখানে সহকারী ক্রয় কর্মকর্তা হিসেবে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের একজন অংশীজন হিসেবে বিআরটিসি-তেও বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে যাবো ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে একজন কর্মকর্তা হিসেবে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবো। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে বিআরটিসিকে বৈষম্যহীন এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরতে চাই।

গণঅভ্যুত্থান জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর জীবন বাঁজি রেখে লড়াই করে যাওয়া বীর শহিদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ফিরে পাই আমাদের স্বপ্নের স্বাধীন লাল সবুজের সোনার বাংলা। শত শত প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয় যেন কেউ ষড়যন্ত্র করে নস্যাৎ করতে না পারে সেদিকে আমাদের সদা জাগ্রত থাকতে হবে। পূর্ব দিগন্তের রক্তিম সূর্যদয়ের ন্যায় নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যেতে হবে আমাদের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে। যার ফলে আগামীর টেকসই বাংলাদেশ হবে তারুণ্য নির্ভর জ্ঞান ও মেধাভিত্তিক। থাকবে না কোন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদ। সৌরভ ও গৌরবের মর্যাদা নিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলাদেশ। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিআরটিসির প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কাজ করে যেতে হবে নিরলসভাবে। চেয়ারম্যান স্যারের ৬ দফার আলোকে বৈষম্য দূরীকরণ করে বিআরটিসিকে গড়ে তুলতে হবে দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে। আসুন আমরা হাতে হাত রেখে দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দেশ ও দশের স্বার্থে বিআরটিসিকে নিয়ে যাই মানবতার সেবায়। বিআরটিসির স্বর্ণযুগে অর্জিত এই গৌরব ছড়িয়ে পড়ুক রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে।

সঠিক নেতৃত্ব ও শক্তিশালী কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে যে একটি ডুবতে বসা প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানো সম্ভব তার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে বিআরটিসি। বিআরটিসি বর্তমানে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকল দিক নির্দেশনা যথাযথ ভাবে পালন করছে।

**ফায়ীজুন হক পৃথা**
সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।

## নারীদের বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিআরটিসি

রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'তে নারীদের জন্য বৈষম্যহীন, নিরাপদ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ২০২১ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের যেকোন সংস্থার তুলনায় বিআরটিসি'র নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অধিক নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে।

একটি পরিবহন সংস্থা হিসেবে বিআরটিসি'তে নারীদের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা বেশ চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়। প্রতিষ্ঠানটির সূচনালগ্ন থেকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানা ভাবে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদা নারীদের বিষয়টি অবজ্ঞা করা হত। নামে মাত্র কিছু সংখ্যক নারী প্রতিষ্ঠানটিতে চাকুরী করার সুযোগ পেলেও তাদের জন্য নিরাপদ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পদোন্নতি'র ক্ষেত্রেও নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এছাড়া কোন ডিপোতে নারীদের জন্য কোন কর্মপরিবেশ ছিল না। আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিল না। কোন ক্ষেত্রেই নারীদের বিষয়টি বিবেচনা করা হত না। চালক, কারিগর ও কন্ডাকটর পদে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতা ছিল। মহিলা ড্রাইভিং প্রশিক্ষকের অভাবে রাষ্ট্রয়াত্ত সংস্থা বিআরটিসি ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে মহিলা প্রশিক্ষনার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত নারীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩ জন। বর্তমানে কর্মরত নারীদের সংখ্যা ১৩৪ জন। বিআরটিসি'র ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন নারী কর্মকর্তাকে জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ট্রেনিং সেন্টার গুলোতে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নারী ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষক নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া নারী যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা করে নারী কন্ডাক্টর নিয়োজিত করা হয়েছে।

নারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে নারীদের জন্য পৃথক নামাজের কক্ষ, রেস্টরুম, ডে- কেয়ার রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে নারীদের জন্য পৃথক শৌচাগারসহ স্পর্শকাতর বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র সকল ইউনিট শতভাগ আইপি বেইজ সিসি ক্যামেরার আওতায় ফলে নিজের পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় নারীরা নিরাপদ অনুভব করছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নারী সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিবেশ ও সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিআরটিসিতে নারীর প্রতি কোন ধরনের সহিংসতা প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না এবং যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে এ ধরনের ঘটনা প্রায় শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব হয়েছে। কর্মরত নারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বারোপ করার মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হচ্ছে। বিদেশে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নারীদের মনোনীত করা হয়েছে। দেশের কর্মজীবী নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী নারী ড্রাইভিং প্রশিক্ষক তৈরিতে বিআরটিসি ভূমিকা রাখছে। এছাড়া নারীদের জন্য প্রতিবছর নারী তথ্যপঞ্জি ও স্মরণিকা প্রকাশ করছে যাতে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নাই। রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিআরটিসি নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে যেভাবে বৈষম্যহীন বিআরটিসি নির্মাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে যা অন্যান্য সকল সংস্থার জন্য অনুকরণীয়। বৈষম্যহীন ও ন্যায়-ভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরটিসি'র প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

**মো: আফছার উদ্দিন**
কন্ডাক্টর গ্রেড-ডি (কাউন্টারম্যান),
অপারেশন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বিআরটিসি।

## মেধাই হোক যোগ্যতার সঠিক মাপকাঠি

আমি বিশ্বাস করি যে দুনিয়ার সকল সমস্যা এক বা বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য থেকে আসে।

..... অমর্ত্য সেন।

আমি ৭১'র যুদ্ধ দেখিনি কিন্তু ২৪'র বৈষম্য নিরসনের যুদ্ধ দেখেছি। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শপথ করে-ছি-আমরা নতুন প্রজন্মের তরুণেরা। এই বদলে যাওয়া দ্বিতীয় স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে যুগপৎ ধারণ করেছিল বদলে যাওয়া বিআরটিসিও। বিআরটিসি তার স্বচ্ছতা, মেধার মূল্যায়নের মাধ্যমে বৈষম্য নিরসনে নতুন বাংলাদেশ গড়ার নিমিত্ত এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতে অনার্স মাস্টার্স সম্পন্ন করি যথাক্রমে ২০১৮ ও ২০২১ সালে। সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কঠোর পরিশ্রম করেও ভাইভা পর্যন্ত পোঁছে মেধার সঠিক মূল্যায়ন পাইনি। বার বার হেরে গেছি নিয়োগ বাণিজ্য, প্রশ্ন ফাঁসসহ নানা দুর্নীতির বেড়া জালে। এভাবেই চলছিল আমার হতাশার গল্প। পরিবার, সমাজ ও আত্মীয়-স্বজন কোথাও বিশ্বাস করাতে পারি নাই- আমি মেধাবী। এই অভিশপ্ত মেধা নিয়ে টানা ১৭ বার ভাইভা দিয়েও ব্যর্থ হই। হতাশার চরম পর্যায়ে পৌছে যাই। ভাবি আমি ই ভুল, আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়। এভাবে চলে আসে দ্বিতীয় স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার ডাক। ডাকে সারা দিলাম এবং ভাবলাম বেঁচে থেকে বাবা-মার যোগ্য সন্তান হতে পারিনি। যদি দেশের জন্য জীবন দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি বৈষম্যহীন দেশ গড়তে পারি-তাহলে প্রশ্ন ফাঁস, নিয়োগ বাণিজ্যের যাতাকলে আমার সাথে অসংখ্য ভাইয়ের স্বপ্ন যেন মাটি চাপা না পড়ে। তুমুল সংগ্রামের মুহূর্তে উদিত হলো বদলে যাওয়া বিআরটিসি। প্রতিষ্ঠানটিতে কন্ডাক্টর-ডি (কাউন্টারম্যান) পদে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ প্রাপ্ত হই। নিজের চোখে নিজের রোল নম্বরটি দেখে আবেগে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। নির্বাক হয়ে নিরবে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে যোগদানের আগে জানতে পারি একদল প্রেতাত্মা এই নিয়োগকে রুখে দিতে যাচ্ছে। তারা স্বচ্ছ নিয়োগকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির আগ পর্যন্ত মাত্র বিআরটিসি দুর্নীতিগ্রস্ত একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সকলে এক নামে জানত এই বিআরটিসির দুর্নীতির কথা। দুর্নীতি এতটাই ছিল যে বিআরটিসির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে। সেই ভঙ্গুর অস্তিত্বহীন বিআরটিসির হাল ধরেন প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার।

**এ.এফ. এম শাফায়েত হোসেন**
কন্ডাক্টর গ্রেড-ডি (কাউন্টারম্যান),
অপারেশন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বিআরটিসি।

## ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থান

"মেধা নির্ভর জাতি গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এলো যারা,
ক্ষমতা লোভী হায়ানাদের বুলেটে শহীদ হলো তারা,
কোটা সংস্কারের দাবি যাদের ছিল লক্ষ্য,
আহা স্বৈরাচারীর বুলেট তাদের করে দিল স্তব্ধ।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ হলো যারা,
মনে রেখ বীর সাঈদের রক্ত বৃথা যেতে পারেনা,
অধিকার আদায়ে বাঙ্গালীরা কখনো হারতে জানে না"

বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে ছাত্র আন্দোলন গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিভিন্ন সময়ে অধিকার আদায়ে মাঠে নেমেছে শিক্ষার্থীরা । স্বাধীনতা পূর্ব ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছাত্রদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৯০ সালের আন্দোলনে ছাত্ররা এরশাদ সরকারের পতনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং নিরাপদ সড়ক আন্দোলনেও ছাত্রদের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনটি ছিল মূলত স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তৎকালীন সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক ভুলত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে ১ জুলাই আন্দোলনে নামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। শুরুতে এ আন্দোলন অহিংস ছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বেপরোয়া হলে ১৫ জুলাই আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। সহিংসতার মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। যার শেষ পরিণতি ঘটে ছাত্রজনতার তুমুল আন্দোলনের মাধ্যমে। সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা এবং ৪৪ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হত। ছাত্রদের ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সে সময় এ আন্দোলন আর কোটা সংস্কারের মধ্যে নিহিত ছিল না। এভাবে স্বৈরাচার সরকারের দীর্ঘদিনের চলমান দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, বিদেশে অর্থ পাচার, মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ এবং সর্বোপরি মানুষের নিত্য পণ্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এসব বিষয়ে বৈষম্য লাঘব করাই ছিল ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। একনায়কতন্ত্রের শিকল থেকে জাতিকে মুক্ত করতে জীবন দেয় হাজারেরও অধিক মানুষ।

"জগদ্দল পাথরের মতো বাংলার মসনদ আকড়ে আছে যে,
২৪'র ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানে দূর হয়ে যাক সে।"

**নূর মোহাম্মদ**
কন্ডাক্টর গ্রেড-ডি (কাউন্টারম্যান),
অপারেশন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বিআরটিসি।

## তারুণ্যের ৩৬ জুলাই

অন্যায়ের সাথে করলে চুক্তি, হয় যে কি পরিণতি,
ছাত্র-সমাজ চব্বিশে এসে দেখালো সে কেরামতি।
বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলায় মেধাবীদের বানিয়ে দিলো রাজাকার!
ছাত্রলীগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উপর, করলো সে কি অত্যাচার।
ঢাবি, কুবি, রাবি, চবি হলো সেদিন রক্তাক্ত,
ঢাকা মেডিকেলে ছাত্রদের উপর আক্রমণে সবাই হয়েছে ব্যথিত।
বুক পেতেছে আবু সাঈদ, কর রে তোরা গুলি কর!
গুলিতে শহীদ হলো সাঈদ, বন্ধু পুলিশ হয়েছে পর!
সেবার মটো নিয়ে মাঠে ছিল স্কাউটার মুগ্ধ,
বন্দুকের গুলি তার ব্রেইনকে করে দিয়েছে নিস্তব্ধ!
পানি লাগবে পানি?-সবার কানে আজ এ শব্দ।
এ বিপ্লবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল অনেক অবদান,
স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও দিয়েছে জীবন বলিদান।
কারফিউ দিয়ে বিপ্লবী ছাত্রদের পারেনি তারা হটাতে,
নেট বন্ধ করে গুম, খুন করেও পারেনি তাদের আটকাতে।
দেশ বাঁচানোর সংকল্প নিয়ে এক হয়েছিল আম-জনতা,
রক্ষা করতে হবেই এই,
লাল সবুজের পতাকা।
৫ আগস্ট লং মার্চে খেল দেখালো বাঙালি,
মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী মানবে না তবুও দালালী।
গণজোয়ারের গণঅভ্যুত্থানে পালিয়ে গেল সরকার,
ছাত্রদের বিজয়ে ইতিহাস, পুনর্জীবিত হলো আবার।
হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পতন দেখেছে স্বৈরাচার,
নতুন স্বৈরাচার সৃষ্টি হলে
পথ পাবে না পালাবার।
যেখানে অন্যায়, সেখানে প্রতিবাদ, করতে তুমি করো না ভয়।
সত্যের পথে থাকলে তুমি, পাবে সম্মান, পাবে বিজয়।

**মোশাররফ হোসেন**
কন্ডাক্টর গ্রেড-ডি (কাউন্টারম্যান),
অপারেশন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বিআরটিসি।

## নতুন প্রজন্মের বিআরটিসি

একটি লাল বাস
অন্যায় আর দুর্ভোগের ছিল না তার হ্রাস।

দুর্নীতি আর লুটতরাজে ছিল ভরা বিআরটিসি
শুদ্ধাচার ছিলো মিছামিছি।

এক বটবৃক্ষ এলেন অভিভাবক হয়ে
নাম তাঁর তাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান স্যার রয়ে।

সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে ছিলো গাড়িগুলো
সংস্কার করে আয় বাড়ালেন,পড়ে থাকা ধুলোয়।

নতুন সাজে সাজলো সকল ডিপো,ইউনিট
হরেক রকম রঙে হলো দালান-কোঠার ইট।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিআরটিসিকে দিলেন তিনি প্রাণ
উন্নয়নের সুবাতাস আর সুঘ্রাণ।

স্বচ্ছতা আর জবাবদিহির এনে দিলেন বান
বিআরটিসির মুখ হলো জাজ্জ্বল্যমান।

নিয়োগ দিলেন মেধাবীদের বিআরটিসির তরে
দালাল সমাজ চতুর্দিকে ষড়যন্ত্রে মরে।

সোনালী দিনের হাতছানি দিয়ে ডেকে যাচ্ছেন স্যার
খুলে দিলেন উন্নয়ন আর সম্ভাবনার দ্বার।

নতুন প্রজন্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দেবে ধকল
চতুর্দিকে আওয়াজ তুলো ওহে বিপ্লবী সকল।

এখনি সময় রুখে দেওয়ার সকল অপশক্তি
অপপ্রচার আর মিথ্যাচারের অসত্য সব উক্তি।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন